৪৭

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 05 JUN 1993
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৮

বানারীপাড়ার এসএসসি পরীক্ষার উত্তরপত্র লইয়া জটিলতা

বরিশাল অফিস ।। যশোর শিক্ষা বোর্ডের নির্দেশ সম্পূর্ণ লংঘন করিয়া বানারীপাড়া এসএসসি পরীক্ষা কেন্দ্রের সচিব তাহার ইচ্ছামত সময়ে পরীক্ষার উত্তরপত্র বোর্ডে প্রেরণ করেন। এই উত্তর-

(১১শ পৃঃ ৬-এর কঃ দ্রঃ)

বানারীপাড়ার

(১ম পৃঃ পর)

পত্র পরীক্ষকদের মধ্যে বিতরণে সমস্যা দেখা দিয়াছে। কারণ বেশ কিছু বিষয়ের উত্তরপত্র ইতি-মধ্যেই পরীক্ষকদের মধ্যে বিতরণ করা হইয়াছে। বানারীপাড়ার উত্তরপত্র ঐ সময়ে বোর্ডে পৌঁছে নাই। বোর্ডের নিয়মানুযায়ী প্রতিটি বিষয়ের পরীক্ষার পর পর উত্তরপত্র প্যাকিং করিয়া সরাসরি বোর্ডে পৌঁছাইতে হইবে। একত্রে সকল বিষয়ের উত্তরপত্র প্রেরণের কোন সুযোগ নাই। এতদসত্ত্বেও পুরাতন ঐ কেন্দ্রের সচিব ২৮শে মে সকল উত্তরপত্র এক সঙ্গে বোর্ডে পাঠান।

বোর্ড কর্তৃপক্ষ ইহাতে চরম অসন্তোষ প্রকাশ করেন। ঐ সকল উত্তরপত্রের ভবিষ্যৎ কি হইবে ইহা লইয়া কমিটির সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হইবে বলিয়া পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক গত রাত্রে (শুক্রবার) ফোনে জানান। তিনি আরও জানান, পরীক্ষা পরিচালনা কমিটির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইতেছে। এই ব্যাপারে কেন্দ্র সচিব ও সভাপতির (টিএনও) বক্তব্য পাওয়া যায় নাই। টিএনও ছুটিতে। উত্তরপত্র কেন্দ্রে বিলম্বে পৌছানোর খবর শুনিয়া পরীক্ষার্থীদের অভিভাবকেরা এখন দারুণ চিন্তিত। বানারীপাড়া হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষকের (কেন্দ্র সচিব) এই ধরনের কর্মকাণ্ডে পরীক্ষার্থীরাও ক্ষুব্ধ। এইদিকে প্রশ্ন দেখা দিয়াছে যে, বানারীপাড়া কেন্দ্র হইতে নির্দিষ্ট সময়ে উত্তরপত্র যশোরে না পৌছায় বোর্ড কর্তৃপক্ষ কেন বিষয়টি সরাসরি জেলা প্রশাসকের নজরে আনেন নাই। তাহাদের নীরবতার কারণ কি? গোটা ব্যাপারটির জরুরী তদন্ত প্রয়োজন।